93

ভোরের কাগজ

তারিখ 26 MAR 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

পরীক্ষায় 'নকল প্রশ্ন' বন্ধ করুন

পরীক্ষায় অসুদুপায় অবলম্বন এখন অন্যতম প্রধান জাতীয় সমস্যা। এ সমস্যা দূরীকরণে বিভিন্ন সময়ে প্রত্যেক সরকারের আমলেই ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এর অব্যাহত গতিরোধ করা দূরে থাক, দিনে দিনে মহামারী আকারে তা বিস্তার লাভ করছে এবং যেভাবে, যতোভাবে তা দূর করার চেষ্টা হয়েছে বা এখনো হচ্ছে আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি এভাবে কখনোই নকল বন্ধ করা যাবে না। আমার ২৯ বছরের শিক্ষতা (উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে) জীবনের তিক্ত ও বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা পুনর্ব্যক্ত করছি এ প্রসঙ্গে সফল সমাধানের জন্য। প্রায় দুযুগ ধরে পরীক্ষায় নকল বন্ধ করার তথা সৃজনশীল শিক্ষা বিস্তারের পক্ষে পত্রপত্রিকায় 'নকল প্রশ্ন' (পুরাতন প্রশ্ন যেমন বোর্ড প্রশ্ন; বইয়ের প্রশ্ন হুবহু কমন) বন্ধ করার আকুল আবেদন জানিয়েছি বহুবার। শেষ পর্যন্ত ব্যতিক্রমধর্মী সৃজনশীল বইও (ত্রিকোণমিতি, জ্যামিতি ইত্যাদি পাঠ্যবই) রচনা ও প্রকাশ করে (১৯৭৪ থেকে) সমর্থন না পেয়ে নিঃস্ব হয়েছি, হতাশ হয়েছি।

শিক্ষকতা পেশায় সবসময় কলেজের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় পুরোনো কমন প্রশ্ন তথা 'নকল প্রশ্ন' পরিহার করার চেষ্টা করেছি; আমার গণিতের মতো বিষয়েও অবজেকটিভ প্রশ্নসহ নিজে নতুন নতুন অঙ্ক তৈরি করে (সহজ উত্তরবিশিষ্ট) প্রশ্নপত্রে সেট করে আসছি। তাতে আমার গণিত বিষয়ের পরীক্ষায় নকল অটোমেটিকভাবে বন্ধ হয় দেখেছি। এ অভিজ্ঞতার ওপর শেষ পর্যন্ত পূর্ববর্তী সরকারের আমলে বিভিন্ন শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যানসহ তৎকালীন মাননীয় শিক্ষা সচিব মোঃ ইরশাদুল হকের নিকট ব্যক্তিগত চিঠিও লিখেছি বিস্তারিতভাবে, যার সারমর্ম হলো 'নকল প্রশ্ন' বন্ধ করার জন্য প্রশ্ন প্রণয়নের জাতীয় নীতিমালা তৈরি করার ব্যাপারে যে নীতিমালায় বোর্ড প্রশ্ন; পাঠ্যবই/গাইড বই ইত্যাদিতে দেওয়া পুরোনো প্রশ্ন হুবহু (কমন?) পরীক্ষায় সেট করা নিষিদ্ধ থাকবে। পরবর্তী সময়ে মাননীয় সচিবের উদ্যোগে নীতিমালা হলো। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি– এ নীতিমালার পর দুটো পরীক্ষা ('৯৬ ও '৯৭) অনুষ্ঠিত হলো; তাতে দেখা গেলো (আমার গণিতের কথা বলছি) প্রশ্ন–প্রণেতাগণ পুরোনো বোর্ড প্রশ্ন পরিহার করতে গিয়ে কিছু কিছু প্রশ্নে বিভ্রান্তি, জটিলতা, অস্পষ্টতা তথা ভুল আমদানি করলেন এবং অবশিষ্ট ক্ষেত্রে বহুল প্রচলিত নির্দিষ্ট একটি পাঠ্যবই (প্রায় ৯৯% কলেজে পাঠ্য) হতে বোর্ড পরীক্ষায় কখনো আসেনি এমন দুষ্প্রাপ্য) অংক খুঁজে খুঁজে বাছাই করে হুবহু প্রশ্নপত্রে তুলে ছিলেন। তাতে নীতিমালা অগ্রাহ্য করে 'নকল প্রশ্ন'–ই দেওয়া হলো এবং পূর্বের তৈরি সমাধান (বই বা মুখস্থ) থেকে নকল উত্তর খাতায় লিপিবদ্ধ করতে পরীক্ষার্থীদের উৎসাহিত ও সাহায্য করা হলো।

আমি মফঃস্বলের অখ্যাত একটি সরকারি কলেজের নগণ্য, দীর্ঘ প্রমোশন বঞ্চিত একজন সহকারী অধ্যাপক (দীর্ঘ ২৯ বছর শিক্ষকতার পরও)। তাই, অধ্যাপক বা সহযোগী অধ্যাপক হতে পারিনি বিধায় আমার সাজেশন বা প্রস্তাব শিক্ষার উচ্চাসনে আসীন বিশেষজ্ঞগণের দৃষ্টি আকর্ষণে হয়তো ব্যর্থ হয় বা বিচার বিশেষণ করে দেখার জন্য গুরুত্ব পায় না।

তাই এ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও মাননীয় শিক্ষাসচিব মহোদয়গণের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে সবিনয়ে বলতে চাই ১. নকল প্রশ্ন দিয়ে নকল শিক্ষাই অর্জিত হয়। ২. প্রশ্নের স্থবিরতা দূর হলেই শিক্ষার স্থবিরতা দূর হবে। ৩. সৃষ্টিধর্মী গতিশীল প্রশ্নই পরীক্ষার নকল ও নিম্নমানের বই ব্যবসা বন্ধ করে সৃজনশীল জ্ঞান অর্জনে উদ্বুদ্ধ করবে। আর 'আমার গণিত' প্রসঙ্গে বলি মুখস্থ সূত্র বসিয়ে শুধু পুরাতন গুটিকয়েক অংকের রেজাল্ট যেনতেনভাবে মেলানোই গণিত শিক্ষা নয়।

বনিতা মোহন দে
সহকারী অধ্যাপক
গণিত বিভাগ, কুমিল্লা সরকারী কলেজ।